Keywords:
ঘর
ইবাদত
সংসার
উবুদিয়্যাত

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

27 February 2026 / 9 Ramadan 1447H

রমযানে ঘরে ঘরে উবুদিয়্যাতের চেতনা গড়ে তোলা

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَوَفَّقَنَا لِإِدْرَاكِ شَهْرِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْعَلَّامُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الْأَنَامِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ صَلَّى وَصَامَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اَتَّقُوا اللَّهَ. قَالَ جَلَّ فِي عُلَاهُ: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

যুমরাতুল মুমেনিন রাহিকামুল্লাহ,

আসুন আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি তাকওয়া দ্বারা নিজেদেরকে সুশোভিত করি। এ রমযানকে এমনভাবে সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি, যেন এটি আমাদের জীবনের শেষ রমযান—যাতে আমরা স্থায়ী প্রতিদান লাভ করতে পারি এবং আমাদের আত্মা পাপমুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ হয়। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সুধী,

এই রমযান মাসে আমরা দেখি আমাদের মসজিদগুলো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং অসংখ্য ইবাদতগুজার দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। তবে আজকের খুতবা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—আসুন, আমরা আমাদের ইবাদতকে শুধু রমযান মাসের মধ্যে কিংবা কেবল মসজিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখি।

আমাদের ঘর কেবল বিশ্রাম, আশ্রয় বা দুনিয়াবি কাজের স্থান নয়। বরং ইসলামে ঘরই হলো প্রথম মাদ্রাসা এবং সেই প্রথম পরিবেশ, যেখানে ব্যক্তি ও পরিবার উবুদিয়্যাত—অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আনুগত্য ও দাসত্ব—এর চেতনায় গড়ে ওঠে।

লক্ষ্য করুন, কীভাবে হযরত ইবরাহিম (আ.) ও হযরত ইয়াকুব (আ.) ঘর থেকেই ঈমানের চর্চা ও লালন-পালন শুরু করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৩২-এ ইরশাদ করেন:

وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٣٢

অর্থঃ "এরই ওছিয়ত করেছেন ইব্রাহীম তাঁর সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে (ইসলাম) মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না।" [সূত্র: আল-কুরআন. সিসি (0.4.4)]

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

এ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, আমাদের আত্মিক উপলব্ধির যাত্রা যেন রমযান মাসের পরেও অব্যাহত থাকে—তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর দুটি কারণ;

প্রথমত: ঘরই হলো ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতা লালনের স্থান

যখন ঘরের ভেতর ইবাদত জীবন্ত থাকে, তখন তা স্বাভাবিক চর্চায় পরিণত হয়; কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা দৈনন্দিন জীবনের ছন্দের অংশ হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
"তোমরা তোমাদের ঘরে নামাজ আদায় করো; কেননা ফরজ নামাজ ছাড়া ব্যক্তির সর্বোত্তম নামাজ হলো তার ঘরের নামাজ।"
(সহিহ বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত)

যখন ঘরে নামাজ কায়েম রাখা হয়, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, সন্তানদের কানে দোয়ার ধ্বনি পৌঁছে, এবং আল্লাহর জিকির পরিবেশকে সুশোভিত করে তোলে—তখন রমযান বিদায় নিলেও ঘর ঈমানি আবহে সিক্ত থাকে।

দ্বিতীয়ত: ইবাদতকে কেবল ব্যক্তিগত আমল নয়, বরং উত্তরাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে

ঈমান কখনো একাকী উপভোগ করার বিষয় নয়। এটি এমন এক জীবনপদ্ধতি, যা নিজে পালন করতে হয়, অন্যদের সামনে জীবন্তভাবে তুলে ধরতে হয় এবং এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে পৌঁছে দিতে হয়। নবীগণ শুধু নিজেরাই আল্লাহর ইবাদত করেননি; বরং তাঁরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন যেন তাঁদের সন্তানরাও আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য পালন করে। তাঁরা সন্তানদের উপদেশ দিয়েছেন, দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং নিজেদের আমলের মাধ্যমে ঈমানের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

সন্তানরা কেবল পিতা-মাতার কথার মাধ্যমে ঈমান শেখে না; তারা শেখে দেখার মাধ্যমে। যখন তারা তাদের পিতামাতাকে নামাজ আদায় করতে দেখে, তখন তারা নামাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। যখন তারা পিতামাতার মুখে দোয়া শুনে, তখন তারা আল্লাহর ওপর ভরসা করতে শেখে। যখন তারা কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখে, তখন তাদের অন্তরে কুরআনের প্রতি ভালোবাসা জন্ম নেয়।

পিতামাতার দ্বারা গড়ে তোলা অভ্যাসগুলো সন্তানদের জন্য সুরক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। আজ যে আমল ও চর্চা প্রতিষ্ঠিত হবে, সেটিই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঈমান টিকে থাকার ভিত্তি নির্ধারণ করবে।

তাই আসুন, আমরা আজ আমাদের ঘরের অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি। আমাদের ঘর কি এমন এক স্থান, যেখানে ইবাদত বিকশিত হয়? শেষ কবে আমরা পরিবারসহ একসাথে নামাজ আদায় করেছি? শেষ কবে আমাদের ঘর কুরআন তিলাওয়াতের আলোয় আলোকিত হয়েছে? শেষ কবে আমাদের সন্তানরা আমাদেরকে আল্লাহর সামনে বিনম্রভাবে সিজদায় অবনত হতে দেখেছে?

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

যেমন আমরা এই রমযানে আল্লাহর ঘরসমূহকে ইবাদতের মাধ্যমে প্রাণবন্ত করে তুলি, তেমনি আসুন আমরা আমাদের নিজ নিজ ঘরেও ঈমানি পরিবেশ গড়ে তুলে সেগুলোকে সজীব করে তোলার চেষ্টা করি। এটাই হলো উবুদিয়্যাত চর্চার প্রকৃত সারকথা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের প্রত্যেকের ঘরকে ঈমান, প্রশান্তি ও তাঁর অশেষ রহমতে পরিপূর্ণ করে দিন। আমীন।

بَارِكِ اللَّهُمَّ لَنا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ،

بَارِكِ اللَّهُمَّ لَنا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ،

بَارِكِ اللَّهُمَّ لَنا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُم وَالْأَمْوَاتِ. اَللّٰهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللّٰهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللّٰهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللّٰهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلَامَ وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ

وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرونَ، فَاذْكُروا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُروهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.